সমকাল

তারিখ 21 FEB 2015 … …
পৃষ্ঠা … 6 … কলাম 2 … …

ভিনদেশিদের জন্য বাংলা বহুমুখী উদ্যোগ চাই

অন্য ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ মানুষের সহজাত। এটা বলা চলে না যে সবাই সমানভাবে তা আয়ত্ত করবে। আবার সুযোগও সবার জন্য সমান হয় না। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সমৃদ্ধ। ৩০ কোটির বেশি লোক এ ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষাভাষী। ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও এ ভাষাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষা। ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যেও বাংলার প্রাধান্য। আরও কয়েকটি রাজ্যেও বাংলার ভালো চল রয়েছে। ব্রিটেনের লন্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মতো শহরে অনেক লোকের দেখা মিলবে, যারা বাংলায় কথা বলেন। আবার আমাদের এই দেশেরও অন্য ভাষাভাষী অনেক লোকের দেখা মিলবে, যারা বাংলা শিখতে চান। উদ্দেশ্যে হয়তো ভিন্নতা রয়েছে। কারও কাছে ব্যবহারিক প্রয়োজনটিই বড়, কেউ বা অমর একুশের শহীদদের ভাষার প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগ পোষণ করেন। বিশ্বব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হওয়ার কারণেও এ ভাষা শেখার তাগিদ লক্ষণীয়। বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি তার জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বের মনোযোগে ছিল। গত সাড়ে চার দশকে এ দেশটি আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। নানা দেশের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক বন্ধন জোরালো হচ্ছে। বাংলাদেশে রয়েছে অনেক দূতাবাস, ব্যবসায়িক অফিস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব বাড়ছে। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবিও জোরালো। এ প্রেক্ষাপটে ভিনদেশের নাগরিকরা বাংলা শিখতে বেশি বেশি আগ্রহ দেখাবেন, এটাই স্বাভাবিক। ঢাকার লার্ন বাংলা নামের একটি সংগঠন এ প্রত্যাশা মেটাতে কাজ করছে। প্রথমে শুরু হয়েছিল সংক্ষিপ্ত একটি কোর্স দিয়ে। এখন পাঠ্যসূচি আরও বিজ্ঞানসম্মত ও বিস্তৃত হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের সহায়তা দিচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় আরও ব্যক্তি ও সংগঠন এ ধরনের অলাভজনক উদ্যোগ নেবে, এটাই প্রত্যাশা। কীভাবে ভাষা শেখানোর পদ্ধতি আরও সহজ করা যায় সেটা নিয়েও ভাবা চাই। এ দায়িত্ব কেবল সরকারের নয়, পণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী, সুধীজনসহ সংশ্লিষ্ট সবার। আমরা চাই বহুমুখী উদ্যোগ।